



বিদ্যুৎ বিভাগের সংস্কার  
কর্ম পরিকল্পনার পথনকশা -২০২৫

পাইলট উদ্যোগ:  
স্মার্ট গ্রিড ও নবায়নযোগ্য শক্তি  
ইন্টিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রাম (SGREIPP)

**Reform Initiative Ownership (RIO)**  
*A Co-creation of 118th Senior Staff Course*



**Bangladesh Public Administration Training Centre**  
*Managing Knowledge for Improved Performance*

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক আন্দোলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে পাওয়া রাষ্ট্রের মেরামত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। দীর্ঘ দিনের জড়তা ভাঙতে এবং আগামী দিনের স্বপ্ন পূরণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। নাগরিকগণের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগ প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

**মোহাম্মদ মোস্তফা জামাল হায়দার**

যুগ্মসচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ

প্রশিক্ষণার্থী, ১১৮ তম সিনিয়র স্টাফ কোর্স, বিপিএটিসি

**পার্ট ১ :**

**সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ**

প্রেক্ষাপট

বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র

বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

**পার্ট ২ :**

**সংস্কার উদ্যোগসমূহ**

প্র্যাক্টিস রিফর্ম

প্রসেস রিফর্ম

স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

পলিসি রিফর্ম

**পার্ট ৩ :**

**একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা**

কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে

উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

## পটভূমি

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্পায়ন, কৃষি উৎপাদন ও সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি বিদ্যুৎ। স্বাধীনতার পর থেকে বিদ্যুৎ অবকাঠামো ক্রমাগত উন্নত হলেও, বর্তমানে বিদ্যুৎ খাত একাধিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন যেমন উচ্চ সিস্টেম লস, উৎপাদন ব্যয়ের উর্ধ্বগতি, জীবাস্ম জ্বালানির ওপর অতিনির্ভরতা, নবায়নযোগ্য শক্তি সংযোজনে ধীরগতি, এবং প্রযুক্তিগত অদক্ষতা। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, এবং প্রযুক্তিগত রূপান্তরের গতি সব মিলিয়ে বিদ্যুৎ খাতের জন্য টেকসই ও কার্যকর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা আরও বেড়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের লক্ষ্য হল নাগরিকদের জন্য ২৪/৭ নিরবচ্ছিন্ন, সাশ্রয়ী, ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

এই নীতি প্রস্তাবনাটি আধুনিক প্রযুক্তি (স্মার্ট গ্রিড, এআই, এমএল), দক্ষ ব্যবস্থাপনা, কাঠামোগত পরিবর্তন এবং নীতিগত সংস্কার একত্রিত করে একটি সমন্বিত রোডম্যাপ প্রদান করছে। এতে চারটি মূল সংস্কার ক্ষেত্র প্র্যাকটিস, প্রসেস, স্ট্রাকচারাল, এবং পলিসি এর অধীনে নির্দিষ্ট রিফর্ম প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস, নবায়নযোগ্য শক্তির অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি এবং জ্বালানি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

## বর্তমান পরিস্থিতি (অভ্যন্তরীণ সমস্যা):

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও, সরবরাহের ধারাবাহিকতা ও গুণগত মানকে প্রভাবিত করেছে। বিদ্যমান গ্রিড অবকাঠামো বহু ক্ষেত্রে পুরনো এবং রক্ষণাবেক্ষণ ঘাটতিপূর্ণ, যার ফলে বার বার লোডশেডিং ও ভোল্টেজ ওঠানামা হয়। অন্যদিকে, বিলিং ও কালেকশন প্রক্রিয়া, মিটার টেম্পারিং, অবৈধ সংযোগ, এবং তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার সীমিত ব্যবহার সিস্টেম লসের প্রধান কারণ। এ ছাড়া, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া খুবই সীমিত এবং ফলশ্রুতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিলম্বিত হয়, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রমে দক্ষতা কমে যায়। চাহিদা পূর্বাভাস প্রক্রিয়া অনেক ক্ষেত্রে সঠিক নয়, ফলে অতিরিক্ত উৎপাদন বা বিদ্যুৎ ঘাটতি সৃষ্টি হয় যা, জ্বালানি ব্যয় বৃদ্ধি ও অপচয়ের অন্যতম কারণ। এই সমস্যাগুলো দূর করা হলে বিদ্যুৎ বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য শক্তি একীভূতকরণ সহজ হবে।

## বাহ্যিক সমস্যা:

বিদ্যুৎ খাতে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা। জীবাস্ম জ্বালানির আমদানি নির্ভরতা বেশি হওয়ায়, বিশ্ববাজারে তেল ও গ্যাসের দাম বৃদ্ধি সরাসরি উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ভর্তুকির চাপ বৃদ্ধি হয়। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও বৈদেশিক মুদ্রার সংকটও বিদ্যুৎ খাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ যন্ত্রাংশ, প্রযুক্তি, এবং জ্বালানি আমদানির জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করতে হয়। এতদব্যতীত, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও নদীভাঙন বিদ্যুৎ অবকাঠামোতে বড় ধরনের ক্ষতি করে। গ্রাহক সন্তুষ্টি এখনও প্রত্যাশিত পর্যায়ে পৌঁছায়নি, বার বার লোডশেডিং, বিলিং ত্রুটি, সেবা বিলম্ব, এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিতে ধীরগতির কারণে ভোক্তাগণ হয়রানির স্বীকার হচ্ছে। সরবরাহ, অস্থিতিশীল নীতি কাঠামো ও প্রণোদনার অভাবে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতে বিনিয়োগ এখনও পর্যাপ্ত হয়নি। এছাড়া, আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্যে সম্ভাবনা থাকলেও অবকাঠামোগত সংযোগ, কৌশলগত অংশীদারিত্ব এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাবে সম্ভাবনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

## SWOT বিশ্লেষণ:

### Strength (শক্তি):

বিদ্যুৎ খাতের অন্যতম শক্তি হলো সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অঙ্গীকার এবং নীতিগত সমর্থন, যা অবকাঠামো উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ বিদ্যুতায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনেছে। জাতীয় গ্রিডের সম্প্রসারণের ফলে দেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যুৎ বিভাগ দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা নিয়েছে, যা দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে। আঞ্চলিক বিদ্যুৎ বাণিজ্যে অংশগ্রহণের উদ্যোগও ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

### Weakness (দুর্বলতা):

উচ্চ সিস্টেম লস, পুরনো অবকাঠামো, প্রযুক্তিগত দক্ষতার ঘাটতি এবং নবায়নযোগ্য শক্তি সংযোজনে ধীরগতি প্রধান দুর্বলতা। বিলিং, কালেকশন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থায় অদক্ষতা বিদ্যুৎ বিতরণে অনিয়ম সৃষ্টি করে। চাহিদা পূর্বাভাস ও লোড ম্যানেজমেন্টে সীমিত প্রযুক্তি ব্যবহার, উৎপাদন ও সরবরাহ ভারসাম্যহীনতা তৈরি করেছে। মানবসম্পদ পরিকল্পনায় দীর্ঘমেয়াদি কৌশলের অভাব, প্রশাসনিক জটিলতা এবং আন্তঃসংস্থার সমন্বয়ের ঘাটতি সংস্কারের গতি কমিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া, তথ্য-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সীমাবদ্ধতা নীতি বাস্তবায়নের কার্যকারিতা হ্রাস করেছে।

### Opportunity (সুযোগ):

নবায়নযোগ্য শক্তি, বিশেষত সৌর ও বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদে আমদানি নির্ভরতা কমাতে পারে। নতুন প্রযুক্তি, যেমন স্মার্ট গ্রিড, এআই-ভিত্তিক লোড ম্যানেজমেন্ট ও রিয়েল-টাইম ডেটা মনিটরিং বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করতে পারে। বৈদেশিক বিনিয়োগ, বেসরকারি বিনিয়োগ ও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) প্রকল্প বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন প্রযুক্তি ও অর্থায়ন নিশ্চিত করা যেতে পারে।

### Threat (হুমকি):

আন্তর্জাতিক বাজারে তেল, গ্যাস ও কয়লার মূল্যের অস্থিরতা, অতিরিক্ত উৎপাদন ব্যয় ও ভর্তুকি, বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা প্রযুক্তি আমদানি ও প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও উপকূলীয় ক্ষয় বিদ্যুৎ অবকাঠামোকে ঝুঁকির মুখে ফেলে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও নীতিগত অনিশ্চয়তা দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত করে। এছাড়া, বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা ও সাইবার হুমকি বিদ্যুৎ খাতের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে।

# ১. প্র্যাক্টিস রিফর্ম (Practice Reform)

## ১.১ স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থা প্রবর্তন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাত প্রচলিত গ্রিড অবকাঠামোর উপর নির্ভরশীল, যা চাহিদা ও সরবরাহের পরিবর্তনশীলতার সাথে দ্রুত সাড়া দিতে পারছে না। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি আধুনিক, স্বয়ংক্রিয়, এবং তথ্য-ভিত্তিক সমাধান হিসেবে বিশ্বব্যাপী গৃহীত হচ্ছে। স্মার্ট গ্রিড রিয়েল-টাইম মনিটরিং, লোড ম্যানেজমেন্ট, এবং সিস্টেম লস হ্রাসে বিশেষভাবে কার্যকর। এ ছাড়া নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে সফলতা নির্ভর করছে স্মার্ট গ্রিড ব্যবস্থার উপর।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ সরবরাহে নিরবচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করা, সিস্টেম লস ৩%-৫% এ নামিয়ে আনা এবং রিয়েল-টাইম ডেটার মাধ্যমে চাহিদা ও সরবরাহ ভারসাম্য রক্ষা করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বিদ্যুৎ বিতরণে মানোন্নয়ন, অপচয় হ্রাসের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যয় কমানো এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ গ্রিডে সহজে একীভূত করবে।

### কার্যক্রম:

স্মার্ট মিটার স্থাপন ও ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা, গ্রিড অটোমেশন ও রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম প্রয়োগ এবং এআই ও মেশিন লার্নিং ভিত্তিক লোড পূর্বাভাস।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি, পিজিবিপিএলসি, ও সকল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি।

### মূল্যায়ন সূচক:

সিস্টেম লস হ্রাস শতাংশে, স্মার্ট মিটারের সংখ্যা ও গ্রিডে নবায়নযোগ্য শক্তির হার।

### সময়সীমা: জানুয়ারি ২০২৬-ডিসেম্বর ২০৩০

## ১.২ এনার্জি অডিট প্রটোকল বাস্তবায়ন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ ব্যবস্থায় সিস্টেম লস একটি দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ, যা বর্তমানে গড়ে ৭-৮% হলেও অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি। উন্নত বিশ্বে নিয়মিত এনার্জি অডিট প্রটোকল প্রয়োগের মাধ্যমে সিস্টেম লস ৩-৫% এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এনার্জি অডিট শুধু ক্ষতির কারণ শনাক্ত করে না, বরং প্রযুক্তিগত ত্রুটি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং অপারেশনাল অদক্ষতা চিহ্নিত করে তার সমাধান প্রস্তাব করে। এই প্রটোকল বাস্তবায়ন করলে বিদ্যুৎ বিভাগের নীতি ও বিনিয়োগ পরিকল্পনা অধিক তথ্যনির্ভর ও ফলপ্রসূ হবে।

### উদ্দেশ্য:

সিস্টেম লসের উৎস সঠিকভাবে নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের দক্ষতা বৃদ্ধি।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বিদ্যুৎ অপচয় কমে উৎপাদন খরচ হ্রাস পাবে।

### কাৰ্যক্রম:

এনার্জি অডিট নীতিমালা প্রণয়ন ও আইনগত কাঠামো তৈরি।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ, SREDA, PGCB

### সহযোগিতায়:

সকল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি।

### মূল্যায়ন সূচক:

সিস্টেম লস হ্রাসের হার, এনার্জি অডিটের সংখ্যা এবং অডিটের পর গৃহীত সংশোধনমূলক পদক্ষেপের শতকরা হার।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

## ১.৩ ডেটা-ড্রিভেন ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (DDSS) বাস্তবায়ন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বহু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা নির্ভর ও আংশিক তথ্যভিত্তিক, ফলশ্রুতিতে বাস্তব চিত্র ও সিদ্ধান্তের মধ্যে ব্যবধান তৈরি হয়। উন্নত বিশ্বে ডেটা ড্রিভেন ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম (DDSS) ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের অপারেশন, বিনিয়োগ, চাহিদা পূর্বাভাস এবং জরুরি ব্যবস্থাপনা অধিক কার্যকর হয়েছে। DDSS বিভিন্ন উৎস থেকে রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং প্রেডিক্টিভ মডেলিংয়ের মাধ্যমে নীতি-নির্ধারকদের জন্য সঠিক, সময়োপযোগী এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ খাতে নীতি গ্রহণে রিয়েল-টাইম ডেটার ব্যবহার বৃদ্ধি, চাহিদা পূর্বাভাস, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত নিশ্চিত করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

উৎপাদন ও বিতরণ দক্ষতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস ও অপচয় হ্রাস।

### কাৰ্যক্রম:

ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা, স্মার্ট মিটার, সেন্সর, ও SCADA সিস্টেম থেকে ডেটা সংগ্রহ, এআই ও মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে ডেটা বিশ্লেষণ এবং ইন্টারেক্টিভ ড্যাশবোর্ড ও অ্যালার্ট সিস্টেম চালু করা।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি, সকল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি, ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান।

### মূল্যায়ন সূচক:

চাহিদা পূর্বাভাসে নির্ভুলতার হার এবং সিস্টেম লস হ্রাসের হার।

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫-সেপ্টেম্বর ২০২৬

## ১.৪ প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স ও অটোমেশন প্রোগ্রাম চালুকরণ

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ অবকাঠামোতে রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম প্রায়শই কোনো যন্ত্রপাতি বা অবকাঠামো ত্রুটিগ্রস্ত হওয়ার পর তা মেরামত করা হয়। এর ফলে দীর্ঘ সময় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে, এবং গ্রাহক অসন্তুষ্টি বাড়ে। উন্নত দেশগুলোতে প্রিভেন্টিভ মেইনটেন্যান্স ও অটোমেশন প্রয়োগের মাধ্যমে এসব সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয়েছে। এই রিফর্মের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে প্রো-অ্যাক্টিভ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং অটোমেটেড মনিটরিং সিস্টেম চালু হবে, সিস্টেম লস কমানো এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

### উদ্দেশ্য:

ত্রুটি ঘটার আগেই সম্ভাব্য সমস্যা সনাক্তকরণ এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন কমিয়ে গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি।

### ফলাফল ও প্রভাব:

যন্ত্রপাতির অকাল ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস ও অপারেশনাল খরচ কমেবে এবং জরুরি মেরামতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

### কার্যক্রম:

সেন্সর ও SCADA সিস্টেমের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম মনিটরিং চালু, AI-ভিত্তিক Predictive Maintenance সফটওয়্যার ব্যবহার।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণকারি ও বেসরকারি প্রযুক্তি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।

### মূল্যায়ন সূচক:

পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণ বনাম জরুরি মেরামতের অনুপাত।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৭

# ২. প্রসেস রিফর্ম (Process Reform)

## ২.১ বিদ্যুৎ খাতে সমন্বিত লোড ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া প্রবর্তন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় লোড ম্যানেজমেন্ট এখনও ম্যানুয়ালী হওয়ায় চাহিদা ও সরবরাহ ভারসাম্য বজায় রাখতে বিলম্ব হয়, যা লোডশেডিং, ভোল্টেজ ওঠানামা বাড়াই। উন্নত দেশগুলোতে সমন্বিত লোড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ILMS) ব্যবহার করে রিয়েল-টাইম চাহিদা পূর্বাভাস, উৎপাদন অপটিমাইজেশন এবং বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই রিফর্মের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রযুক্তি-নির্ভর লোড ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া চালু হবে, যা সিস্টেম লস কমাতে এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি বাড়াতে।

### উদ্দেশ্য:

রিয়েল-টাইম লোড পূর্বাভাস ও উৎপাদন সমন্বয় নিশ্চিত করা, বিদ্যুৎ সরবরাহে ভোল্টেজ ও ফ্রিকোয়েন্সির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বিদ্যুৎ সরবরাহের গুণগত মান বৃদ্ধি, সিস্টেম লস ও অপচয় হ্রাস এবং গ্রাহকে সন্তুষ্টি বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

AI-ভিত্তিক লোড পূর্বাভাস সিস্টেম প্রবর্তন, উৎপাদন ও বিতরণ ইউনিটের মধ্যে রিয়েল-টাইম ডেটা এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্ম চালু এবং SCADA ও স্মার্ট গ্রিড ইন্টিগ্রেশন।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও বিতরণকারি সকল প্রতিষ্ঠান।

### মূল্যায়ন সূচক:

লোডশেডিং এর সময়কাল, লোড পূর্বাভাসের নির্ভুলতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি সূচক।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৬ হতে ডিসেম্বর ২০২৭

## ২.২ নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ গ্রিড ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুততরকরণ

### পটভূমি:

নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তির সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য হলেও গ্রিড ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়া জটিল ও সময় সাপেক্ষ। আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, নবায়নযোগ্য শক্তির দ্রুত গ্রিড সংযুক্তি সিস্টেম লস হ্রাস, জ্বালানি আমদানি নির্ভরতা কমানো, এবং বিদ্যুৎ খাতে দীর্ঘমেয়াদী ব্যয় হ্রাসে কার্যকর। এই রিফর্মের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য শক্তির গ্রিড ইন্টিগ্রেশন প্রক্রিয়া সরলীকরণ, মানদণ্ড নির্ধারণ, এবং অনুমোদন ব্যবস্থাকে স্বয়ংক্রিয় হবে।

### উদ্দেশ্য:

নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পের গ্রিড সংযোগ প্রক্রিয়া দ্রুততর করা, গ্রিডে নবায়নযোগ্য শক্তির অংশীদারিত্ব বাড়ানো এবং টেকসই ও স্বল্প ব্যয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন নিশ্চিত করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

সিস্টেম লস হ্রাস ও উৎপাদন খরচ কমানো, জ্বালানি আমদানি নির্ভরতা হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা।

### কার্যক্রম:

গ্রিড ইন্টিগ্রেশনের জন্য টেকনিক্যাল প্রটোকল প্রণয়ন, অনলাইন অনুমোদন ও ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা, গ্রিড আপগ্রেড ও সাবস্টেশন উন্নয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ চালু করা।

## মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

## সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ও বিতরণকারি সকল প্রতিষ্ঠান।

## মূল্যায়ন সূচক:

গ্রিডে নবায়নযোগ্য শক্তির শতাংশ এবং অনুমোদন সময়কাল।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৫-ডিসেম্বর ২০৩২

## ২.৩ বিদ্যুৎ সরবরাহ সেবায় অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ সরবরাহ সেবায় গ্রাহক অভিযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু, যা সেবার মান এবং গ্রাহক আস্থা উভয়ের উপর প্রভাব ফেলে। উন্নত দেশগুলোতে গ্রাহক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা স্বয়ংক্রিয় ও ডিজিটলাইজেশনের মাধ্যমে দ্রুততর ও স্বচ্ছ সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে। এই রিফর্মের লক্ষ্য হলো গ্রাহক অভিযোগ গ্রহণ, ট্র্যাকিং এবং নিষ্পত্তি প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ প্রযুক্তি-নির্ভর ও স্বয়ংক্রিয় করা, যাতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়।

### উদ্দেশ্য:

অভিযোগ গ্রহণ থেকে নিষ্পত্তি পর্যন্ত প্রক্রিয়ার সময় ৫০ ভাগ হ্রাস করা, গ্রাহক সন্তুষ্টি সূচক উন্নত করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

গ্রাহকের আস্থা বৃদ্ধি ও সেবার মান উন্নত করা, অভিযোগ ডাটাবেস থেকে অপারেশনাল ত্রুটি বিশ্লেষণ।

## কার্যক্রম:

ওয়েব ও মোবাইল ভিত্তিক অভিযোগ গ্রহণ প্ল্যাটফর্ম চালু করা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তিতে SLA নির্ধারণ।

## মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

## সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিতরণকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান।

## মূল্যায়ন সূচক:

অভিযোগ নিষ্পত্তির গড় সময় এবং অভিযোগের পুনরাবৃত্তির হার।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৬

## ২.৪ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বেকার যুবকদের কর্ম সংস্থান ও আত্মনির্ভরশীলকরণ কর্মসূচি

### পটভূমি:

বাংলাদেশে বেকার শিক্ষিত তরুণদের একটি বড় অংশ প্রযুক্তি-সচেতন হলেও, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের অভাবে তারা বিদ্যুৎ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। দেশে ব্যাপক পরিমাণে দক্ষ ইলেক্ট্রো-মেকানিক্স কর্মী তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি, যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ইনস্টলেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কার্যক্রমে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে যোগ্য মানবসম্পদ সরবরাহ করা যায়। এই প্রক্রিয়াগত সংস্কার উদ্যোগের লক্ষ্য হলো একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন, যা তরুণদের দক্ষ করে তুলবে এবং স্থানীয় বাজার ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

### উদ্দেশ্য:

বেকার শিক্ষিত তরুণদের ইলেক্ট্রো-মেকানিক্স, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে প্রশিক্ষিত করা এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও ইনস্টলেশন সেবার গুণগত মান বৃদ্ধি, বিদেশে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং বেকারত্ব হ্রাস।

### কার্যক্রম:

মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি, দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ।

### মূল দায়িত্ব:

বিপিডিবি।

### সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

### মূল্যায়ন সূচক:

প্রশিক্ষণ প্রদান।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে অগাস্ট ২০২৬

## ২.৫ বিদ্যুৎ খাতে অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাতে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন ও নাগরিক সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য একটি কার্যকর, স্বচ্ছ ও দ্রুত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা অপরিহার্য। বর্তমান প্রক্রিয়ায় অনেক সময় সরাসরি উপস্থিতি, দীর্ঘসূত্রতা এবং ফলো-আপ না থাকার কারণে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটে, যা নাগরিক অসন্তোষ ও সেবার মান কমিয়ে দেয়। এই সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ একটি সম্পূর্ণ ডিজিটাল অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রবর্তন করবে, যেখানে গ্রাহকরা যেকোনো স্থান থেকে মোবাইল অ্যাপ, ওয়েব পোর্টাল বা হটলাইন এর মাধ্যমে অভিযোগ জমা, অগ্রগতি ট্র্যাক এবং নিষ্পত্তির নিশ্চয়তা পেতে পারবেন।

### উদ্দেশ্য:

অনলাইন অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি ও নাগরিক সন্তুষ্টি।

### ফলাফল ও প্রভাব:

অনলাইন ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে নাগরিক আস্থা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিনির্ভর, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক অভিযোগ নিষ্পত্তি।

### কার্যক্রম:

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ তৈরি, অভিযোগ শ্রেণীবিন্যাস, ট্র্যাকিং ও নোটিফিকেশন সিস্টেম।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি, ডেসকো, ডিপিডিসি, নেসকো, ওজপাডিকো।

### মূল্যায়ন সূচক:

অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সম্পন্ন।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

# ৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম (Structural Reform)

## ৩.১ বিদ্যুৎ খাতের জন্য জাতীয় স্মার্ট গ্রিড অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাত বর্তমানে প্রচলিত গ্রিড অবকাঠামো নবায়নযোগ্য শক্তির ইন্টিগ্রেশন এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে পারছে না। আন্তর্জাতিকভাবে স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি বিদ্যুৎ খাতে বিপ্লব এনেছে, যা উন্নত সেন্সর, অটোমেশন, দ্বিমুখী যোগাযোগ এবং AI-ভিত্তিক ডেটা অ্যানালিটিক্স ব্যবহার করে গ্রাহক ও উৎপাদক উভয়ের জন্য কার্যকর, সাশ্রয়ী এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সেবা নিশ্চিত করে। এই রিফর্মের মাধ্যমে বাংলাদেশে একটি জাতীয় স্মার্ট গ্রিড অবকাঠামো প্রতিষ্ঠিত হবে, যা বিদ্যুৎ খাতকে আধুনিক, দক্ষ এবং পরিবেশবান্ধব করবে।

### উদ্দেশ্য:

নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসসমূহের নির্বিঘ্ন গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নিশ্চিত করা এবং সিস্টেম লস কমিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

সিস্টেম লস হ্রাস, নবায়নযোগ্য শক্তির অংশগ্রহণ দ্বিগুণ বৃদ্ধি এবং গ্রাহক সেবায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

স্মার্ট মিটার, উন্নত সেন্সর এবং IoT ডিভাইস স্থাপন, গ্রিড অটোমেশন ও AI-ভিত্তিক কন্ট্রোল সেন্টার চালু।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিতরণকারি সকল প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান।

### মূল্যায়ন সূচক:

নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ গ্রিডে ইন্টিগ্রেশনের হার।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৮

## ৩.২ জাতীয় বিদ্যুৎ ডেটা সেন্টার ও অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাতে নীতি গ্রহণ, চাহিদা পূর্বাভাস, সিস্টেম লস বিশ্লেষণ, এবং উৎপাদন ও বিতরণ পরিকল্পনা বিচ্ছিন্ন ডাটার উপর নির্ভরশীল। উন্নত দেশগুলোতে বিদ্যুৎ খাতের জন্য জাতীয় বিদ্যুৎ ডেটা সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে স্মার্ট মিটার, SCADA, IoT সেন্সর এবং নবায়নযোগ্য শক্তি প্ল্যান্টের রিয়েল-টাইম ডেটা একত্রিত হয়। এই রিফর্মের মাধ্যমে একটি কেন্দ্রীয়, সুরক্ষিত এবং AI সমৃদ্ধ অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম গড়ে উঠবে, যা বিদ্যুৎ খাতকে তথ্য ভিত্তিক, স্বচ্ছ ও কার্যকর করবে।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ খাতের সকল তথ্য একত্রিত করে রিয়েল-টাইম সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরি, সিস্টেম লস, বিদ্যুৎ চুরি, এবং অপারেশনাল অদক্ষতা দ্রুত শনাক্ত করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

লোডশেডিং হ্রাস, ডেটা ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

জাতীয় পর্যায়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডেটা সেন্টার স্থাপন, সকল বিতরণ ও সঞ্চালন নেটওয়ার্কের ডেটা ইন্টিগ্রেশন, AI/ML মডেলের মাধ্যমে পূর্বাভাস।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিতরণকারি সকল প্রতিষ্ঠান।

### মূল্যায়ন সূচক:

ডেটা ইন্টিগ্রেশন শতাংশ, পূর্বাভাসের নির্ভুলতার হার।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৭

## ৩.৩ বিকেন্দ্রীকৃত বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ কাঠামো উন্নয়ন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাত দীর্ঘদিন ধরে একটি কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ও বিতরণ কাঠামোর উপর নির্ভর করছে, এই কাঠামো সিস্টেম লস বৃদ্ধি করে, অবকাঠামোগত চাপ বাড়ায় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়। বিশ্বব্যাপী বিদ্যুৎ খাত বিকেন্দ্রীকরণ করছে, যেখানে স্থানীয়ভাবে নবায়নযোগ্য শক্তি ও মাইক্রোগ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ হয়। বিদ্যুৎ খাতের জন্য বিকেন্দ্রীকৃত কাঠামো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যুৎ প্রাপ্যতা বাড়াবে, সিস্টেম লস কমাতে, এবং জরুরি পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

### উদ্দেশ্য:

স্থানীয় পর্যায়ে নবায়নযোগ্য শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, সঞ্চালন লাইনের উপর চাপ কমানো ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

সিস্টেম লস ও অপারেশনাল ব্যয় হ্রাস পাবে, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

### কার্যক্রম:

সৌর, বায়োমাস ও মিনি-হাইড্রো ভিত্তিক মাইক্রোগ্রিড স্থাপন, স্থানীয়ভাবে বিদ্যুৎ সংরক্ষণ উৎসাহিত করতে আর্থিক প্রণোদনা চালু করা।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি সকল প্রতিষ্ঠান।

### মূল্যায়ন সূচক:

নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতাংশ, সিস্টেম লস হ্রাসের হার এবং বিদ্যুৎ প্রাপ্যতার গড় সময়।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৫-ডিসেম্বর ২০৩২

## ৩.৪ এনার্জি ইন্টেলিজেন্স সেল গঠন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাতে বেআইনি সংযোগ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির অপব্যবহার, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে গুরুতর প্রভাব ফেলছে। এসব কারণে সিস্টেম লস বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিদ্যুৎ খাতের আয় হ্রাস পাচ্ছে এবং জ্বালানি দক্ষতা অর্জন ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যুৎ বিভাগের সাংগঠনিক সংস্কার উদ্যোগ হিসেবে এনার্জি ইন্টেলিজেন্স সেল গঠনের প্রস্তাব করা হচ্ছে, যা আধুনিক তথ্য সংগ্রহ, গোয়েন্দা বিশ্লেষণ এবং ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থার মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ, অপচয় ও অপব্যবহার শনাক্ত করে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে সহায়তা করবে।

### উদ্দেশ্য:

অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ও জ্বালানির অপব্যবহার শনাক্তকরণ ও প্রতিরোধ, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে সিস্টেম লস হ্রাস এবং বিদ্যুৎ খাতে সুশাসন ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

### ফলাফল ও প্রভাব:

মনিটরিং ও ইন্টেলিজেন্স ভিত্তিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে অবৈধ কার্যক্রম রোধ ও সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

কাঠামো, জনবল ও বাজেট অনুমোদন।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল সংস্থা।

### মূল্যায়ন সূচক:

সেল গঠন।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৫-ডিসেম্বর ২০৩২

## ৩.৫ সৌর বিদ্যুৎ উপকরণের মান পরীক্ষণের জন্য শ্রেডা-তে ল্যাবরেটরি স্থাপন

### পটভূমি:

সৌর বিদ্যুতের নিম্নমানের উপকরণ, যেমন সোলার প্যানেল, ইনভার্টার, ব্যাটারি ও তারের ব্যবহারের কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা কমে যাচ্ছে এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাড়ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির টেকসই ব্যবহার এবং মান বজায় রাখতে একটি আধুনিক, আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ল্যাবরেটরি অপরিহার্য, যেখানে সৌর উপকরণের মান যাচাই, কার্যক্ষমতা পরীক্ষা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্ব বিশ্লেষণ করা সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে, শ্রেডাতে একটি আধুনিক Testing Laboratory স্থাপন করা প্রয়োজন, যা সৌর বিদ্যুতের উপকরণের গুণগত মান নিশ্চিত করবে।

### উদ্দেশ্য:

সৌর উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ, নিম্নমানের ও নকল পণ্য বাজারে প্রবেশ রোধ।

### ফলাফল ও প্রভাব:

উন্নতমানের সৌর উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত এবং সৌর প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস।

### কার্যক্রম:

ল্যাবরেটরির কাঠামো, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি নির্ধারণ, যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ।

### মূল দায়িত্ব:

শ্রেডা

### সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### মূল্যায়ন সূচক:

ল্যাবরেটরি স্থাপন।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে অগাস্ট ২০২৬

## ৩.৬ প্রধান শহরসমূহে SREDA-এর আঞ্চলিক অফিস স্থাপন

### পটভূমি:

নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার, বিদ্যুতের দক্ষ ব্যবহার এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে SREDA কাজ করছে। বর্তমানে SREDA-এর কার্যক্রম মূলত কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ, যার ফলে আঞ্চলিক পর্যায়ে সৌর বিদ্যুৎ ও শক্তি দক্ষতার উদ্যোগসমূহ পর্যাপ্তভাবে বিস্তার লাভ করছে না। আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে দেশের প্রধান শহর এলাকায় রুফটপ সোলার প্রকল্প, নেট মিটারিং ব্যবস্থা, সড়কবাতি সৌর আলোকায়ন, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহার, দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, এবং সৌর উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম সরাসরি পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

## উদ্দেশ্য:

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সেবা বিকেন্দ্রীকরণ, রুফটপ সোলার এবং নেট মিটারিং প্রসার ঘটানো, সৌর উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, নাগরিকদের শক্তি সশ্রয় ও দক্ষ বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

## ফলাফল ও প্রভাব:

সমগ্র দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ সশ্রয়ে জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি।

## কার্যক্রম:

প্রধান শহর ও অঞ্চলের অবস্থান নির্ধারণ আঞ্চলিক অফিস স্থাপন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন।

## মূল দায়িত্ব:

শ্রেডা

## সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিভাগ

## মূল্যায়ন সূচক:

প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক অফিসের সংখ্যা।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬

## ৩.৭ SREDA-তে প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন বিভাগ স্থাপন

### পটভূমি:

নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার এবং বিদ্যুতের সশ্রয়ী ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য শ্রেডা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। শ্রেডাতে একটি প্রশিক্ষণ বিভাগ গঠন করা হলে সশ্রয়ী বিদ্যুৎ ব্যবহার, সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন, রুফটপ সোলার স্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, কারিগরি জ্ঞান প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন, সচেতনতা কর্মসূচি, কর্মশালা এবং সেমিনার আয়োজন করতে পারবে। এর মাধ্যমে সৌর বিদ্যুৎ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ

কাজের মান উন্নত হবে, মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিশ্চয়তা আসবে, এবং বিদ্যুৎ সশ্রয়ের সংস্কৃতি গড়ে উঠবে।

## উদ্দেশ্য:

ইপিসি ঠিকাদার, আমদানিকারক, মেরামতকারিগণের প্রযুক্তিগত জ্ঞান বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সশ্রয়, শক্তি দক্ষতা এবং বিদ্যুৎ সশ্রয়ে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি।

## ফলাফল ও প্রভাব:

দক্ষ জনবল বৃদ্ধি, সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি, মানসম্মত সৌর উপকরণ ব্যবহার ও বিদ্যুৎ সশ্রয়।

## কার্যক্রম:

প্রশিক্ষণ বিভাগ স্থাপন, প্রশিক্ষক প্রস্তুত করা।

## মূল দায়িত্ব:

শ্রেডা

## সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিভাগ

## মূল্যায়ন সূচক:

প্রশিক্ষণ বিভাগ গঠন।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে এপ্রিল ২০২৬

## ৩.৮ প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের (OCEI) আঞ্চলিক কার্যালয় সম্প্রসারণ

### পটভূমি:

ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন, নগরায়ণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সাথে বিদ্যুতের চাহিদা ও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলশ্রুতিতে, বৈদ্যুতিক উপকরণের গুণগতমান, নিরাপত্তা এবং ইনস্টলেশনের মান বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয় (OCEI)

এর কার্যক্রম মূলত বিভাগীয় শহর কেন্দ্রিক, যার ফলে জেলা ও শহর পর্যায়ে নাগরিকরা দ্রুত পরিদর্শন, মান নিয়ন্ত্রণ ও লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা পেতে বিলম্বের সম্মুখীন হন। তৎপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ জেলা ও শহরগুলোতে OCEI এর স্থানীয় কার্যালয় স্থাপন আবশ্যিক।

### উদ্দেশ্য:

স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে অনিয়ম প্রতিরোধ, নিরাপদ, টেকসই ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

পরিদর্শন কার্যক্রমের সময়সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি হ্রাস, নাগরিক সন্তুষ্টি ও আস্থা বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন, অবকাঠামো, জনবল ও সরঞ্জাম প্রস্তুত, স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী লোকেশন নির্বাচন।

### মূল দায়িত্ব:

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের কার্যালয় (OCEI)

### সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়।

### মূল্যায়ন সূচক:

কার্যালয় স্থাপন।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৬

## ৩.৯ বিদ্যুৎ বিভাগে নতুন করে আইসিটি অনুবিভাগ গঠন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাতের অপারেশনাল গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আধুনিক প্রযুক্তি, বিশেষত AI-ML এবং অটোমেশন আবশ্যিক। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুণগত বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস, গ্রাহক সেবা উন্নয়ন, এবং ব্যয় নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। এ

লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিভাগে একটি পৃথক আইসিটি অনুবিভাগ গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, এতে বিদ্যুৎ খাত চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হবে।

### উদ্দেশ্য:

তথ্যপ্রযুক্তি, AI-ML ও অটোমেশনের মাধ্যমে তথ্য-ভিত্তিক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস ও প্রযুক্তি ভিত্তিক সর্বোত্তম সেবা প্রদান।

### ফলাফল ও প্রভাব:

স্বচ্ছ, দক্ষ, ও টেকসই বিদ্যুৎ খাত গড়ে তোলা, ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগকে রোল মডেল হিসেবে উন্নীত করা।

### কার্যক্রম:

জনবল কাঠামো তৈরী, কার্যাবলী নির্ধারণ, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের অনুমতিগ্রহণ, নীতিগত অনুমোদন।

### মূল দায়িত্ব:

প্রশাসন অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি, ও বিদ্যুৎ বিভাগের সকল কোম্পানি।

### মূল্যায়ন সূচক:

আইসিটি অনুবিভাগ গঠন, জনবলের দায়িত্ব প্রদান এবং লজিস্টিকস প্রদান।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫-জুন ২০২৬

## ৩.১০ বিদ্যুৎ বিভাগে নতুন করে এনার্জি অডিট অনুবিভাগ গঠন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বাবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি, অপচয় রোধ, ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন সোলার, উইন্ড, বায়োমাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের কার্যকর উপায় হলো এনার্জি অডিট, যা টেকসই জালানির মূল ভিত্তি। এর মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অর্থ সাশ্রয় হয়,

যা জাতীয় অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, জ্বালানি নিরাপত্তা ও পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ বিভাগে একটি “এনার্জি অডিট উইং” গঠন আবশ্যিক।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দক্ষতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস ও জ্বালানি অপচয় কমিয়ে আনা, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী এনার্জি অডিট প্রক্রিয়া চালু ও বাস্তবায়ন।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বিদ্যুতের অপচয় শনাক্ত ও রোধ করে ব্যয় কমানো এবং সকলের জন্য দক্ষ ও নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সেবা প্রদান।

### কার্যক্রম:

জনবল কাঠামো তৈরী, কার্যাবলী নির্ধারণ, আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের অনুমতিগ্রহণ, নীতিগত অনুমোদন।

### মূল দায়িত্ব:

প্রশাসন অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি ও শ্রেডা।

### মূল্যায়ন সূচক:

এনার্জি অডিট অনুবিভাগ গঠন, জনবলের দায়িত্ব বন্টন এবং লজিস্টিকস প্রদান।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫-জুন ২০২৬

# ৪. পলিসি রিফর্ম (Policy Reform)

## ৪.১ নবায়নযোগ্য শক্তি সার্টিফিকেট (REC) নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

### পটভূমি:

বিশ্বব্যাপী Renewable Energy Certificate একটি স্বীকৃত নীতি কাঠামো, যা নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদকদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ তৈরি করে এবং ক্রেতাদের পরিবেশবান্ধব শক্তি ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করে। এই নীতির মাধ্যমে বাংলাদেশ শুধু অভ্যন্তরীণ বাজারে নয়, আন্তর্জাতিক কার্বন ক্রেডিট বাজারেও প্রবেশ করতে পারবে। REC চালুর ফলে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতে বিনিয়োগ বাড়বে এবং দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ কমবে।

### উদ্দেশ্য:

আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নবায়নযোগ্য শক্তির সার্টিফিকেট চালু করা, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তা করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদকদের আয়ের নতুন উৎস তৈরী, আন্তর্জাতিক গ্রীন শক্তি বাজারে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং কার্বন ক্রেডিট বিক্রয়ের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন।

### কার্যক্রম:

REC নীতি খসড়া প্রণয়ন ও জনমত গ্রহণ, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন, অনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে REC ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থা স্থাপন।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

শ্রেডা

### মূল্যায়ন সূচক:

REC নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

সময় সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫-মার্চ ২০২৬।

## ৪.২ জাতীয় গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের অংশ ক্রমবর্ধমান হলেও জাতীয় গ্রিডে একীভূত করার জন্য কোনো সুসংহত নীতি কাঠামো না থাকায় সৌর, বায়ু, বায়ুমাস এবং অন্যান্য বিকল্প বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো পূর্ণ সক্ষমতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারছে না। গ্রিড ইন্টিগ্রেশন নীতি নবায়নযোগ্য শক্তিকে নিরবচ্ছিন্ন ও স্থিতিশীলভাবে গ্রিডে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অপরিহার্য। এই নীতির মাধ্যমে প্রযুক্তিগত মানদণ্ড, আইনি কাঠামো, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, যাতে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো সহজে জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হতে পারে।

### উদ্দেশ্য:

নবায়নযোগ্য শক্তিকে জাতীয় গ্রিডে নির্বিঘ্নে অন্তর্ভুক্ত করা, বিদ্যুৎ সরবরাহে স্থিতিশীলতা ও নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি।

### ফলাফল ও প্রভাব:

নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনের সক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার, বিদ্যুৎ খাতে কার্বন নির্গমন হ্রাস এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি ও নতুন প্রকল্পে অর্থায়ন সহজতর করা।

### কার্যক্রম:

গ্রিড ইন্টিগ্রেশন প্রযুক্তি ও অবকাঠামোর মানদণ্ড নির্ধারণ, নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনকারীদের জন্য সহজ সংযোগ প্রক্রিয়া প্রবর্তন, AI ও স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি ব্যবহার করে লোড ব্যালেন্সিং।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি

### মূল্যায়ন সূচক:

নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ গ্রিড ইন্টিগ্রেশন হার এবং সিস্টেম লস হ্রাসের হার।

সময়সীমা: ২০২৫-২০২৮ (৩ বছর)

## ৪.৩ জাতীয় এনার্জি এফিসিয়েন্সি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাতে উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ প্রতিটি ধাপে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সিস্টেম লস এবং অপচয় বিদ্যমান। বিদ্যুৎ উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পাশাপাশি উচ্চ চাহিদার কারণে সরবরাহ ঘাটতি দেখা দেয়। এনার্জি এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে উল্লেখযোগ্য সাশ্রয় ও উৎপাদন খরচ হ্রাস সম্ভব। জাতীয় এনার্জি এফিসিয়েন্সি নীতি শুধু বিদ্যুৎ খাত নয়, শিল্প, বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালির ব্যবহারেও দক্ষতা বাড়াবে। এই নীতি বাস্তবায়ন করলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের উপর চাপ কমবে, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়বে এবং দীর্ঘমেয়াদে জ্বালানি আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ খাতের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস ও অপচয় হ্রাস এবং দক্ষ প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বিদ্যুৎ চাহিদা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন ব্যয় ও জ্বালানি আমদানি হ্রাস এবং শিল্পখাতে প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে এনার্জি অডিট বাধ্যতামূলক করা এবং পাবলিক সচেতনতা কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি।

### মূল্যায়ন সূচক:

এনার্জি এফিসিয়েন্সি উন্নয়নের শতাংশ ও সিস্টেম লস হ্রাসের হার।

সময় সীমা: ২০২৫-২০৩০ (৫ বছর)।

## ৪.৪ বিদ্যুৎ খাতের ডিজিটাল রূপান্তর নীতিমালা প্রণয়ন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাত উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের প্রতিটি স্তরে ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও সমস্যার মুখোমুখি। তথ্য-প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার ছাড়া এই চ্যালেঞ্জগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। বহিঃবিশ্বে বিদ্যুৎ খাতের Digital Transformation সিস্টেম লস কমাতে ও অপারেশনাল দক্ষতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই নীতির মাধ্যমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ইন্টারনেট অব থিংস (IoT), ব্লকচেইন, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স এবং স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হবে।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ খাতকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় রূপান্তর, সিস্টেম লস ও অপারেশনাল ব্যয় হ্রাস করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

রিয়েল-টাইম ডেটা ব্যবহার করে চাহিদা পূর্বাভাস ও লোড ম্যানেজমেন্ট উন্নত হবে, বিদ্যুৎ চুরি ও অনিয়ম দ্রুত শনাক্ত ও প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

### কার্যক্রম:

স্মার্ট মিটার ও SCADA সিস্টেমের প্রয়োগ, কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার ও ক্লাউড-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি, AI-ML ভিত্তিক পূর্বাভাস মডেল বাস্তবায়ন।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি

### মূল্যায়ন সূচক:

ডিজিটাল সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত অপারেশন ও সিস্টেম লস হ্রাসের হার।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৫-ডিসেম্বর ২০২৮।

## ৪.৫ এনার্জি কস্ট ম্যানেজমেন্ট নীতিমালা প্রণয়ন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়ের একটি বড় অংশ আসে আমদানিকৃত জ্বালানি ক্রয়ের মাধ্যমে, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের ওপর চাপ পড়ে এবং উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়। বিশ্বব্যাপী ব্যয় নিয়ন্ত্রণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি ক্রয় চুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণ, এনার্জি এফিশিয়েন্সি স্ট্যান্ডার্ড এবং চাহিদা-পক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশল কার্যকরভাবে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের জন্য একটি সমন্বিত এনার্জি কস্ট ম্যানেজমেন্ট নীতি প্রণয়ন জরুরি, যা প্রযুক্তি, নীতি এবং আর্থিক কৌশল একত্রে প্রয়োগ করে ব্যয় হ্রাস এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে।

### উদ্দেশ্য:

উৎপাদন ও বিতরণ ব্যয় হ্রাস, আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানো এবং পিক আওয়ারে লোড চাহিদা ভারসাম্য রাখা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, বিদ্যুতের মূল্য হ্রাস করে গ্রাহক সন্তুষ্টি, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস।

### কার্যক্রম:

ক্রয় ও সরবরাহ চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন, স্মার্ট গ্রিড ও প্রণোদনা ব্যবস্থা চালু করা এবং নবায়নযোগ্য প্রকল্পে বিনিয়োগ।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি

### মূল্যায়ন সূচক:

ইউনিট খরচ, আমদানিকৃত জ্বালানির শতাংশ, এনার্জি এফিশিয়েন্সি সূচক।

সময়সীমা: নভেম্বর ২০২৫-জুন ২০২৬

## ৪.৬ ডেটা-ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং নীতিমালা প্রণয়ন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাত এখনও পর্যাপ্ত তথ্যভিত্তিক নয়, ফলে নীতি গ্রহণে বিলম্ব, ভুল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, AI-চালিত পূর্বাভাস, এবং IoT-ভিত্তিক মনিটরিং ব্যবহার করে চাহিদা ও সরবরাহের সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া হলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়। ডেটা-ড্রিভেন ডিসিশন মেকিং নীতি প্রণয়ন করলে বিনিয়োগ পরিকল্পনা, সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রাহক সেবা উন্নতকরণে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ খাতকে সম্পূর্ণ তথ্যনির্ভর করা, রিয়েল-টাইম ডেটার ভিত্তিতে চাহিদা-সরবরাহ ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সিস্টেম লস নিয়ন্ত্রণ ও অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি।

### ফলাফল ও প্রভাব:

সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি ও নির্ভুলতা বৃদ্ধি, অপারেশনাল ব্যয় হ্রাস এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি ও সেবার মানোন্নয়ন।

### কার্যক্রম:

স্মার্ট মিটার, IoT সেন্সর ও SCADA সিস্টেম থেকে রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ, AI ও বিগ ডেটার মাধ্যমে পূর্বাভাস ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং ড্যাশবোর্ড ও ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম চালু।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ, ICT বিভাগ।

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি, বিআরইবি

### মূল্যায়ন সূচক:

সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময়, পূর্বাভাসের সঠিকতা, সিস্টেম লস হ্রাসের হার।

সময়সীমা: জানুয়ারী ২০২৫- ডিসেম্বর ২০২৫

## ৪.৭ সৌর বিদ্যুৎ উপকরণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা প্রণয়ন

### পটভূমি:

দেশে মানহীন সরঞ্জাম ব্যবহারের কারণে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো প্রত্যাশিত উৎপাদন দিতে পারেনি অথবা অল্প সময়ের মধ্যেই নষ্ট হয়ে গেছে। তৎপ্রেক্ষতে, একটি সমন্বিত এবং শক্তিশালী গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়। এই প্রেক্ষাপটে "সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপকরণের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা" প্রণয়নের

প্রস্তাবনা করা হয়েছে, যা অতীত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে একটি নির্ভরযোগ্য এবং টেকসই সৌর বিদ্যুৎ খাত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে।

### উদ্দেশ্য:

এই নীতি সৌর বিদ্যুতের উপাদানসূমহের গুণগত মান নিশ্চিত করবে, নিম্নমানের এবং অননুমোদিত সরঞ্জামাদির বাজার প্রবেশকে বাধা দেবে, স্থানীয় নির্মাতাদের জন্য ন্যায্য প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ তৈরি করবে।

### ফলাফল ও প্রভাব:

সৌর বিদ্যুতের দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা নিশ্চিত হলে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমবে, দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখবে।

### কার্যক্রম:

সৌর বিদ্যুতের উপকরণের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ এবং মানহীন সরঞ্জাম প্রতিরোধ করা।

### মূল দায়িত্ব:

নবায়নযোগ্য জ্বালানি অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগিতায়:

শ্রেডা

### মূল সূচক:

নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

## ৪.৮ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ও মেশিন লার্নিং (ML) এর মাধ্যমে সেবা প্রদান নির্দেশিকা প্রণয়ন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ খাতে সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া দীর্ঘ, জটিল এবং কাগজনির্ভর। এতে নাগরিকদের সেবা প্রাপ্তিতে সময়, খরচ ও প্রশাসনিক ব্যামেলা বৃদ্ধি পায়।

AI-ML প্রযুক্তি ব্যবহার করে আবেদন প্রক্রিয়া, অভিযোগ নিষ্পত্তি, বিলিং ও গ্রাহক যোগাযোগ স্বয়ংক্রিয়, স্বচ্ছ ও দ্রুত হবে। এই নির্দেশিকা বিদ্যুৎ বিভাগের সার্ভিস ডেলিভারিতে দক্ষতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করবে।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ খাতের সেবা প্রদান সহজ, দ্রুত ও স্বয়ংক্রিয় করা, AI-ML প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাগরিকের চাহিদা অনুযায়ী সেবা কাস্টমাইজ করা এবং সেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা উন্নত করা।

### সম্ভাব্য ফলাফল:

গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি, সেবা প্রাপ্তিতে সময় হ্রাস, এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেবার হার বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

AI-ML চালিত চ্যাটবট ও ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট দ্বারা গ্রাহক সেবা, আবেদন ও অভিযোগ প্রক্রিয়া নিষ্পত্তি।

### মূল দায়িত্ব:

প্রশাসন অনুবিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগিতায়:

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ও কোম্পানি।

### বাস্তবায়নের মূল সূচক:

সেবা প্রদানের জন্য একটি কেন্দ্রীভূত AI-ML প্ল্যাটফর্ম গঠন এবং নাগরিকদের জন্য ব্যবহারবান্ধব ইউজার ইন্টারফেস তৈরী।

বাস্তবায়ন সময়/মেয়াদ: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

## ৪.৯ সমন্বিত জ্বালানি ও বিদ্যুৎ মাস্টার প্ল্যান (IEPMP) ২০২৩ সংশোধন

### পটভূমি:

বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তির আর্ডিভাব, বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারে অস্থিরতা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে বিদ্যমান IEPMP 2023-এর যুগোপযোগীকরণ ও সংশোধন প্রয়োজন। বর্তমান পরিকল্পনায় চাহিদা পূর্বাভাস, উৎপাদন সক্ষমতার যথাযথ হিসাব, এবং জ্বালানি মিশ্রণ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এজন্য বাস্তব ও তথ্যনির্ভর, প্রযুক্তি-সমর্থিত এবং টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ অপরিহার্য। সংশোধিত IEPMP-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং ভিত্তিক পূর্বাভাস, বিকল্প জ্বালানি উৎসের সংযোজন, এবং কার্বন নিরপেক্ষ জ্বালানি ব্যবস্থাপনা অগ্রাধিকার পাবে।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ ও জ্বালানির চাহিদা পূর্বাভাসকে নির্ভুল ও তথ্যনির্ভর করা, জ্বালানি মিশ্রণকে টেকসইকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ বৃদ্ধি।

### ফলাফল ও প্রভাব:

উৎপাদন ও বিতরণে স্থিতিশীলতা, জ্বালানি মিশ্রণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির অবদান বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

AI-ML ভিত্তিক চাহিদা পূর্বাভাস মডেল প্রণয়ন, টেকসই ও ব্যয়সাশ্রয়ী জ্বালানি মিশ্রণ।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগিতায়:

বিপিডিবি।

### মূল্যায়ন সূচক:

নীতিমালা সংশোধন

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৬

## ৪.১০ এনার্জি মিক্স পলিসি ২০২৫ প্রণয়ন

### পটভূমি:

জীবাশ্ম জ্বালানির উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও জ্বালানি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়ছে। এনার্জি মিক্স পলিসি ২০২৫ এর উদ্দেশ্য হলো নবায়নযোগ্য শক্তি, প্রাকৃতিক গ্যাস, এলএনজি, কয়লা ও অন্যান্য উৎসের সুসম ব্যবহার নিশ্চিত করে সশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা। ফলে প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল-ভিত্তিক উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস, এবং পরিবেশবান্ধব ও টেকসই শক্তি ব্যবহারের নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ কমানো ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ উৎপাদনে উৎস বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস ও সরবরাহ নিরাপত্তা নিশ্চিত, নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ২০% এ উন্নীত করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি, সেবা প্রাপ্তিতে সময় হ্রাস, এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেবার হার বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে, জ্বালানি আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমেবে এবং নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও পরিবেশ দূষণ কমেবে।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ

### সহযোগী:

সকল বিদ্যুৎ উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠান

### মূল্যায়ন সূচক:

নীতিমালা প্রণয়ন।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

## ৪.১১ বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ সংশোধন

### পটভূমি:

নবায়নযোগ্য বিদ্যুতের গ্রিড ইন্টিগ্রেশন, এনার্জি স্টোরেজ, স্মার্ট গ্রিড, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং ব্যবহার, সিস্টেম লস কমানো এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং বেসরকারি খাতের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত নীতিগত ও আইনি সহায়তা বিদ্যমান আইনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে, বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ সংশোধন-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যয় হ্রাস, নবায়নযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণ, এবং প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জনের জন্য আইনি ভিত্তি শক্তিশালী করা হবে এবং আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনকে আধুনিকায়ন করা হবে।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ খাতের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত সংস্কার, নবায়নযোগ্য শক্তি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য আইনি কাঠামো তৈরি, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যয় হ্রাসে নীতিগত সহায়তা প্রদান।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ খরচে ব্যয় হ্রাস, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের সম্প্রসারণ, ডিজিটাল রূপান্তর ও AI-ML ব্যবহারের আইনি ভিত্তি তৈরি।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগী সংস্থা:

বিপিডিবি, পিজিবিপিএলসি, শ্রেডা, উৎপাদন ও বিতরণ কোম্পানিসমূহ।

### মূল্যায়ন সূচক:

আইন সংশোধন।

সময়সীমা: অক্টোবর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

## ৪.১২ বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ সংশোধন

### পটভূমি:

প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি, নবায়নযোগ্য শক্তির সম্প্রসারণ, সিস্টেম লস হ্রাস, এবং উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ এ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। বিশেষত স্মার্ট গ্রিড, এনার্জি স্টোরেজ, AI/ML ভিত্তিক পূর্বাভাস ও স্বয়ংক্রিয় অপারেশন, এবং বেসরকারি খাতের অধিকতর অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান পর্যাপ্ত নয়। বিদ্যুৎ বিধিমালা ২০২০ সংশোধনের মাধ্যমে প্রযুক্তি-নির্ভর, ব্যয় সাশ্রয়ী ও দক্ষ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বিধানাবলী আধুনিকায়ন করা প্রয়োজন।

### উদ্দেশ্য:

উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে ব্যয় হ্রাস, নবায়নযোগ্য শক্তি, স্মার্ট গ্রিড, এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি প্রয়োগে বিধিবদ্ধ সহায়তা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণে সিস্টেম লস ও জ্বালানি অপচয় কমানো, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সংযুক্তির হার বৃদ্ধি।

### কার্যক্রম:

স্মার্ট গ্রিড প্রযুক্তি সংযোজন, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ সংযুক্তি ও আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে পুনর্গঠন করা।

### মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

### সহযোগীতায়:

BPDB, REB

### মূল্যায়ন সূচক:

সংশোধিত বিধিমালা।

সময়সীমা: মার্চ ২০২৬ হতে অগাস্ট ২০২৬

## ৪.১৩ সোলার গাইডবুক ২০১৮ সংশোধন

### পটভূমি:

সোলার গাইডবুক ২০১৮ বর্তমান প্রযুক্তি ও বাজার পরিস্থিতির সাথে গত পাঁচ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হওয়ায় বিশেষত সাশ্রয়ী সোলার প্যানেল, উন্নত ইনভার্টার প্রযুক্তি, এনার্জি স্টোরেজ, নেট মিটারিং, এবং AI-সমর্থিত মনিটরিং সিস্টেম প্রবর্তিত হওয়ায় সোলার গাইডবুক ২০১৮ সংশোধন অপরিহার্য। বর্তমান গাইডবুকে কিছু প্রক্রিয়াগত জটিলতা, অনুমোদন বিলম্ব, গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যাপ্ত প্রণোদনার অভাব, এবং রুফটপ সোলার বাস্তবায়নে আর্থিক বাধা বিদ্যমান। সোলার গাইডবুক ২০১৮ সংশোধন উদ্যোগের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে নবায়নযোগ্য শক্তি বিস্তারের পথ সুগম হবে।

### উদ্দেশ্য:

রুফটপ সোলার বিশেষত সরকারি ভবনে রুফটপ সোলার ও গ্রিড-সংযুক্ত বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া সহজীকরণ, অনুমোদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও দ্রুততা নিশ্চিত করা, নেট মিটারিং, স্টোরেজ প্রযুক্তি ও ডিজিটাল মনিটরিং অন্তর্ভুক্ত করা।

### ফলাফল ও প্রভাব:

নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ফসিল জ্বালানির উপর নির্ভরতা হ্রাস, প্রান্তিক পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি।

### কার্যক্রম:

অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজীকরণ, নেট মিটারিং প্রসার, প্রযুক্তি আপডেট।

### মূল দায়িত্ব:

শ্রেডা

### সহযোগীতায়:

বিদ্যুৎ বিভাগ

## মূল্যায়ন সূচক:

গাইডবুক প্রণয়ন।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

## ৪.১৪ এনার্জি এফিসিয়েন্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস নীতিমালা ২০২৫ প্রণয়ন

### পটভূমি:

ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা, উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের একটি কার্যকর উপায় হলো গৃহস্থালি, বাণিজ্যিক এবং শিল্প পর্যায়ে এনার্জি এফিসিয়েন্ট যন্ত্রপাতি ব্যবহারের প্রসার। বর্তমানে দেশের বেশিরভাগ গ্রাহক প্রচলিত প্রযুক্তির কারণে বেশি বিদ্যুৎ খরচকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে, যার ফলে উৎপাদন ব্যয় ও সিস্টেম লস বৃদ্ধি পাচ্ছে। এনার্জি এফিসিয়েন্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস নীতি ২০২৫ প্রণয়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহ, প্রণোদনা ও বাধ্যতামূলক মানদণ্ড নির্ধারণ করা হবে। এই নীতি দীর্ঘমেয়াদে বিদ্যুৎ চাহিদা হ্রাস, উৎপাদন খরচ কমানো এবং পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবহারের পথ সুগম করবে।

### উদ্দেশ্য:

সকল গ্রাহক শ্রেণিতে এনার্জি এফিসিয়েন্ট অ্যাপ্লায়েন্সেস ব্যবহার নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী লেবেলিং ও সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

### ফলাফল ও প্রভাব:

বিদ্যুৎ চাহিদা হ্রাস ও উৎপাদন ব্যয় কমানো, গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিল হ্রাস এবং অর্থনৈতিক সাশ্রয়।

### কার্যক্রম:

এনার্জি লেবেলিং বাধ্যতামূলক, সচেতনতা কর্মসূচি এনার্জি এফিসিয়েন্ট যন্ত্রে ভর্তুকি।

## মূল দায়িত্ব:

শ্রেডা

## সহযোগীতায়:

বিদ্যুৎ বিভাগ

## মূল্যায়ন সূচক:

নীতিমালা প্রণয়ন

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে জানুয়ারী ২০২৬

## ৪.১৫ সিএসআর ও ক্রাউডফান্ডিং নীতিমালা ২০২৫ প্রণয়ন

### পটভূমি:

সোলার পাওয়ার ব্যবহারের বিস্তার, দেশের টেকসই জ্বালানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য অপরিহার্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় এবং সড়কপথে বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে সোলার পাওয়ার ব্যবহারের সম্ভাবনা অনেক বেশি হলেও, অর্থ সংকটে এসব স্থাপনায় সৌর বিদ্যুৎ বাস্তবায়ন সীমিত। সিএসআর ও ক্রাউডফান্ডিং নীতি ২০২৫ প্রবর্তনের মাধ্যমে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম এবং জনসাধারণের অংশগ্রহণমূলক অর্থায়ন ব্যবহার করে সোলার পাওয়ারে একটি শক্তিশালী অর্থায়ন কাঠামো তৈরি করা হবে। এতে বেসরকারি খাত ও উচ্চভিত্তিক নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনে যুক্ত হবেন এবং সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবেন।

### উদ্দেশ্য:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় ও সড়কে সোলার পাওয়ার স্থাপনের জন্য বিকল্প অর্থায়ন কাঠামো তৈরি।

### ফলাফল ও প্রভাব:

সরকারি অর্থায়নের চাপ হ্রাস, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং জনপথে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন।

### কার্যক্রম:

সিএসআর ও ক্রাউডফান্ডিং কাঠামো প্রণয়ন।

## মূল দায়িত্ব:

শ্রেডা

## সহযোগিতায়:

বিদ্যুৎ বিভাগ

## মূল্যায়ন সূচক:

নীতিমালা প্রণয়ন।

সময়সীমা: সেপ্টেম্বর ২০২৫ হতে মার্চ ২০২৬

## ৪.১৬ Energy Audit বিধিমালা ২০১৮ সংশোধন

### পটভূমি:

Energy Audit বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা বৃদ্ধি, অপচয় হ্রাস এবং সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণের অন্যতম কার্যকর উপায়। বর্তমানে প্রযুক্তি, বাজার কাঠামো ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ফলে বিদ্যমান বিধিমালায় কিছু সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে, যা বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ দক্ষতা নিশ্চিত করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এ প্রস্তাবিত সংশোধনের মাধ্যমে বিদ্যমান বিধিমালাকে আধুনিকায়ন, AI ও IoT ভিত্তিক মনিটরিং সংযোজন, এবং ডেটা-ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হবে, যাতে বিদ্যুৎ সাশ্রয় ও ব্যয় হ্রাসের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সেবার গুণগত মানও উন্নত হয়।

### উদ্দেশ্য:

বিদ্যুৎ খাতের প্রতিটি স্তরে ডেটা-ভিত্তিক, স্বচ্ছ ও আধুনিক শক্তি নিরীক্ষা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং নিরীক্ষার ফলাফলকে নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে সরাসরি প্রয়োগ।

### ফলাফল ও প্রভাব:

উৎপাদন খরচ হ্রাস, সিস্টেম লস কমানো এবং দক্ষ বিদ্যুৎ বিতরণ।

## কার্যক্রম:

বিদ্যমান বিধিমালায় বিশ্লেষণ এবং AI, IoT ও স্মার্ট সেন্সর প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তি

## মূল দায়িত্ব:

বিদ্যুৎ বিভাগ।

## সহযোগিতায়:

BPDB, BREB, SREDA

## বাস্তবায়নের মূল সূচক:

বিধিমালা সংশোধন।

বাস্তবায়ন সময়/মেয়াদ: অক্টোবর ২০২৫ হতে জুন ২০২৬

# পাইলট উদ্যোগ: স্মার্ট গ্রিড ও নবায়নযোগ্য শক্তি ইন্টিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রাম (SGREIPP)

জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৭

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও এখনও সিস্টেম লস, উচ্চ উৎপাদন খরচ, দক্ষতা ঘাটতি এবং নবায়নযোগ্য শক্তির স্বল্প অবদান বিদ্যমান। বৈশ্বিক জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা, জ্বালানি আমদানির ওপর নির্ভরতা এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা এই খাতের উন্নয়নে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে 'রিফর্ম ইনিশিয়েটিভ ইমপ্লিমেন্টেশন অ্যাকশন প্ল্যান' (RIIAP) বিদ্যুৎ বিভাগের জন্য একটি সুসংহত রোডম্যাপ প্রদান করবে, যা বিদ্যুৎ খাতের গভর্ন্যান্স উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস, উৎপাদন ও বিতরণ খরচ কমানো এবং নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে টেকসই, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

## পাইলট অ্যাকশন প্ল্যান ভিত্তিক রিফর্ম উদ্যোগ:

এই পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ বিভাগ নির্বাচিত এলাকায় স্মার্ট গ্রিড, স্মার্ট মিটারিং, নবায়নযোগ্য শক্তি সংযুক্তি এবং ডিজিটাল বিলিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করবে। লক্ষ্য হবে সিস্টেম লস ৫ বছরের মধ্যে ৫%-এর নিচে নামানো, নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ বৃদ্ধি করা এবং গ্রাহকসেবা উন্নত করা।

## পাইলট অ্যাকশন প্ল্যান সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য:

### সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

স্মার্ট গ্রিড ও নবায়নযোগ্য শক্তি ইন্টিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রাম (SGREIPP)

### বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ডিপিডিসি, ডেসকো, পিজিসিবি ও স্বেডা

### স্থান:

গাজীপুর ও চট্টগ্রাম

### যৌক্তিকতা:

সিস্টেম লস হ্রাস, নবায়নযোগ্য শক্তি সংযুক্তি, রাজস্ব বৃদ্ধি

### সময়সীমা:

জুলাই ২০২৫ - জুন ২০২৭

### নাগরিক সুবিধা:

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, বিলের স্বচ্ছতা, পরিবেশবান্ধব শক্তি

## সাশ্রয়:

বছরে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা সাশ্রয়

## কর্মসংস্থান:

সরাসরি ৫০০+ চাকরি সৃষ্টি

## অংশগ্রহণ ও স্টেকহোল্ডার ব্যবস্থাপনা:

### বিদ্যুৎ বিভাগ:

নীতি প্রণয়ন, মনিটরিং ও সমন্বয়

### বিপিডিবি/পিজিবিপিএলসি:

অবকাঠামো বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

### বিআরইবি/ডিপিডিসি/ডেসকো/নেসকো/ওজপাডিকো:

বিতরণ ও গ্রাহকসেবা প্রদান

### বেসরকারি বিনিয়োগকারী:

প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও অর্থায়ন

### নাগরিক সমাজ ও স্থানীয় সরকার:

সচেতনতা, প্রতিক্রিয়া ও পর্যবেক্ষণ

### স্টেকহোল্ডার এনালাইসিস:

প্রতিটি স্টেকহোল্ডারের ভূমিকা, প্রভাব ও আগ্রহ চিহ্নিত করে একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো তৈরি করা হবে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হবে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হবে।

## প্রয়োজনীয় সম্পদ ও উৎস:

### প্রযুক্তিগত সম্পদ:

স্মার্ট মিটার, SCADA সিস্টেম, AI ও IoT ভিত্তিক লোড ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার।

### মানবসম্পদ:

প্রশিক্ষিত প্রকৌশলী, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, ডেটা বিশ্লেষক ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মী।

## আর্থিক সম্পদ:

সরকারি বাজেট বরাদ্দ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (ADB, WB) এর অর্থায়ন, বেসরকারি বিনিয়োগ।

## উৎস:

সরকারি ও বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব (PPP মডেল) এর মাধ্যমে অর্থ ও প্রযুক্তি সংগ্রহ।

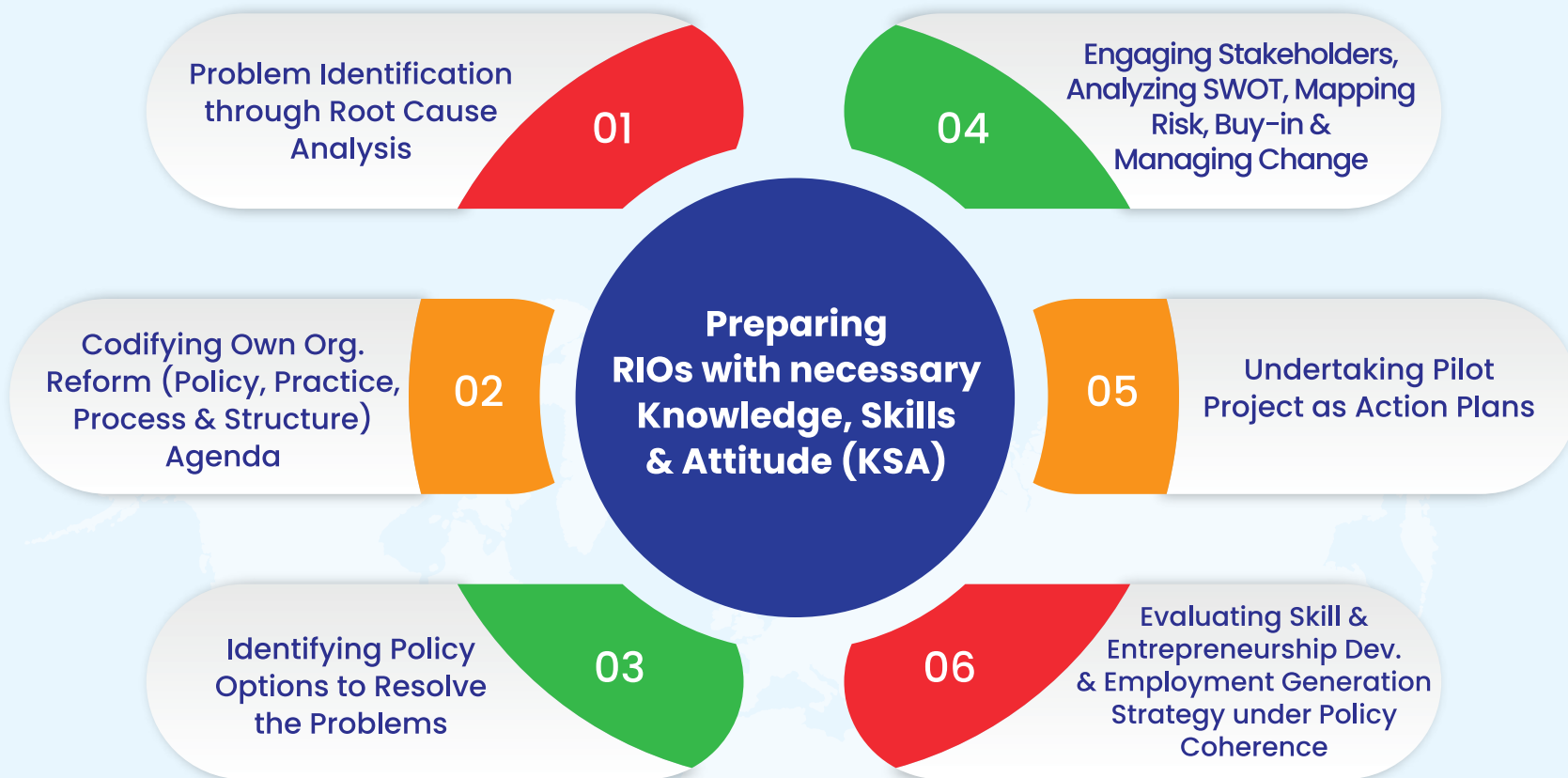
## টেকসই কৌশল:

এই অ্যাকশন প্ল্যানকে জাতীয় রোডম্যাপে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যাতে এর কার্যক্রম স্থায়ী হয়। পাইলট প্রকল্প সফল হলে অন্যান্য এলাকায় ধাপে ধাপে সম্প্রসারণ করা হবে। মানবসম্পদ পরিবর্তনের পরেও পরিকল্পনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) তৈরি করা হবে। নাগরিক ও স্টেকহোল্ডারদের মাঝে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে তথ্য প্রচার, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু রাখা হবে। মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশনের জন্য একটি স্বাধীন সংস্থা দায়িত্বে থাকবে এবং রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ করা হবে। আর্থিক স্থায়িত্বের জন্য সরকারি বাজেটের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগ ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়ন নিশ্চিত করা হবে। প্রযুক্তিগত স্থায়িত্বের জন্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজস্ব সক্ষমতা তৈরি করা হবে। পরিবেশগত দিক বিবেচনা করে সকল নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করা হবে। এই পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সাশ্রয় এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখবে।



# 118th Senior Staff Course

## Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership



*“A civil servant’s signature is not power—it is responsibility”*



**BPATC**



**বিদ্যুৎ বিভাগ**